স্বপ্নযাত্রা

একটি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

সম্পাদক
আরিফ সিকদার

লিপিবদ্ধকরণ
দেওয়ান তৌফিকা হোসেন (স্বাতী)
কাজী ফয়সাল ইসলাম

অলংকরণ
দিলরুবা আহমেদ শরমীন

কৃতজ্ঞতা
রকিবুল হাসান তালুকদার
দিলরুবা আহমেদ শরমীন

অক্টোবর, ২০২৩
একটি স্বপ্নযাত্রা প্রকাশনা

সূচীপত্র

০১ উদ্যোক্তার গল্প

০৩ স্বপ্নযাত্রা - একটি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

০৫ স্বপ্নযাত্রা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি

০৫ স্বপ্নযাত্রার অর্থ ব্যবস্থাপনা

০৬ শিক্ষা সহায়তা ও ঐচ্ছিক সহায়তার খাতসমূহ

০৭ স্বপ্নযাত্রায় অংশগ্রহন ও অবদান রাখার উপায়

০৮ স্বপ্নযাত্রায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমগুলো

০৯ স্বপ্নযাত্রার অংশীদার হবার গল্প - ১ থেকে ১৫

উদ্যোক্তার গল্প

একটি স্বপ্নের শুরু.......

স্বপ্নের শুরুটা খুবই সাদামাঠা। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষেরা তাদের জীবন যুদ্ধে জর্জরিত হয়ে প্রতিনিয়ত অমানবিক অবস্থায় জীবন যাপন করছে। অশিক্ষা, বেকারত্ব এবং সেই সাথে সামাজিক অবক্ষয় ক্রমশঃ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কিভাবে ভূমিকা রাখা যায়, কি করা যায় এসব নিয়ে প্রায়ই আমি বন্ধুমহল ও পরিচিত অনেকের সাথে আলোচনা করে আসছিলাম।

২০১৫ সালের মাঝামঝি সময়ে আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার এক ছাত্রের পড়াশোনা দরিদ্রতার কারনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, রিপন নামের এই ছেলেটি হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে বাণিজ্যিক বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। রিপনের বাবা দাউদকান্দি মেঘনা নদীর ঘাটে পাথর তোলার কাজ করে দিনে ২০০-২৫০ টাকা পায়, যা দিয়ে চার ভাইবোনসহ বাবা-মায়ের সংসারের খাওয়ার খরচই চলছে না, পড়াশোনার খরচ চালানোতো দূরের কথা। স্বাভাবিক জীবন-যাপন করাই কষ্টকর এই পরিবারের। তখনি আমি ভাবলাম আমি এই ছেলেটার পাশে দাঁড়াবো। আমি রিপনকে উৎসাহ দেই ভালো কলেজে ভর্তি হতে এবং সে ঢাকা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। আমি তখন থেকেই রিপনের পড়ার খরচ চালানোর দায়িত্ব নিয়েছি। রিপন এখন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের এমবিএ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র। রিপনের স্বপ্ন একদিন সে বড় চাকরি করে পরিবারের দু:খ-দুর্দশা দূর করবে।

এরপর ২০১৮ সালে আমার একমাত্র ছেলে সিকদার আসিফ রুমিকে নিয়ে একটি জরুরী কাজে থাইল্যান্ড গিয়েছিলাম। একদিন সামান্য কিছু শপিং করে আমরা হেঁটে হোটেলে ফিরছিলাম। আমার দুহাতে ব্যাগ ছিল, তাই ওকে ধরে হাঁটতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি পাশে রুমি নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে অস্থির হয়ে গেলাম; না, কোথাও নজরে পড়ছেনা। একটু পিছনে গিয়ে দেখি রুমি পকেট থেকে কয়েন বের করে কাউকে দিচ্ছে। সবগুলো কয়েন রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা এক লোককে দিয়ে দিলো। লোকটির সাথে একটি ছোট ছেলেও ছিল। কি হয়েছে বাবা? জিজ্ঞেস করলাম। বললো, 'বাবা লোকটা তো অনেক গরীব তাই দিয়ে দিলাম, ছেলেটাও সাহায্য চাচ্ছিলো। ওদেরতো খেতে হবে, ছেলেটার পড়াশোনা করতে হবে, তাই কয়েনগুলো দিয়ে দিলাম।' রুমি গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের কয়েন জমাচ্ছিলো। আমাকে বলতো 'বাবা আমি অনেক কয়েন জমাবো, এটা আমার শখ।' আমি কয়েনগুলো অনেকবার খরচ করতে চেয়েছি; ও কখনো রাজি হয়নি। কিন্তু এখন ওর শখের জমানো প্রিয় কয়েনগুলো এদের দিয়ে দিল? আমি অবাক হলাম, আমার দশ বছরের ছেলেটার অনুভূতি ও বিবেচনা দেখে। সেই সাথে লজ্জাও পেলাম। সেদিনের ঘটনাটা ছিল আমার জীবনে অন্যরকম অনুভূতির-যা আমাকে আজকের এই উদ্যোগটি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে।

এবার একটু পিছনের কথা বলি। আমি তখন অনেক ছোট, বয়স মনে নেই। আমরা তখন গ্রামে থাকি, দাদার সম্পদের উপর নির্ভর করেই আমাদের সংসার চলতো। আমরা ৬ ভাই-বোন। লেখাপড়ার খরচ চলতো কোনভাবে। আমাদের ছোটখাটো অনেক আবদারই পূরণ হতো না। এর মাঝেও আমার সহজ-সরল বাবা অনেক এতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মনে পড়ে, একদিন এক বর্ষায় আমাকে নিয়ে বাবা নিজেই নৌকা বেয়ে অন্য একটি গ্রামের এতিম ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। আমিও বাবার সাথে বৈঠা মেরে নৌকা চালাতে সাহায্য করেছিলাম। বাবা সেইসময় অনেক ছেলেমেয়েকে সরকারি এতিমখানায় ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাবা তাঁর নিজ সন্তানদের প্রতি যথাযথ খোঁজ না নিলেও গরীব কিংবা এতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ঠিকই করতেন। তাই বলা যায়, আজকের এ উদ্যোগের সাথে আমার পরিবারের ঐতিহ্যের একটা যোগসূত্র রয়েছে।

২০১৯ সালে মনে হল, এই উদ্যোগটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া দরকার। সেই লক্ষ্যেই উদ্যোগটির নাম দিলাম "**স্বপ্নযাত্রা**"- একটি স্বপ্নের শুরু। এরপর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের দরিদ্রতার কারনে পড়াশুনা ব্যঘাতের খবর আসতে থাকে। ইতিমধ্যে আমার পরিচিত ও বন্ধুমহলে কয়েকজন আমার এই অনুভূতির সাথে একাত্ব হয়ে আর্থিক অনুদান করেছেন। আমি এযাবৎ ১০০ জন ছাত্র এবং ৪৭ জন ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আনতে পেরেছি। এই ১৪৭ জন শিক্ষার্থীর সাথে ১৪৭ পরিবারের স্বপ্নযাত্রার সঙ্গী হতে পেরে আমি আনন্দিত। ওরা যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোঁটাবে, তখন ওদের মাঝেই আমি নিজেকে বারবার খুঁজে পাব। আমি আশা করছি, আমার এই উদ্যোগের সাথে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন এবং আমরা আরও অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নযাত্রার পথে সহযাত্রী হতে পারবো এবং সবাই একসঙ্গে আনন্দের হাসি হাসবো।

স্বপ্নযাত্রা একটি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবো। কিন্তু অনেকের স্বপ্নগুলো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অস্বচ্ছলতার কারণে অনেকেই শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়ে। আবার স্বল্প শিক্ষিত হয়ে যোগ্যতার অভাবে ঘুরে বেড়ায়; উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারে না, বেছে নেয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। হতাশাগ্রস্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে অসামাজিক ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে, হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত। দেশের তরুণ প্রজন্মের এমন অবক্ষয়ের কারণে তৈরী হয় পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি ব্যাঘাত ঘটে দেশের সার্বিক উন্নয়নের।

বাংলাদেশে দারিদ্রতাসহ নানাবিধ কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়ালেখা শেষ করতে পারে না। সুবিধাবঞ্চিত এ সকল শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করে উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্বপ্নযাত্রা কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে। শুধু মেধা নয়, শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে এ সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের শুরু থেকে আম্বালা ফাউন্ডেশন সহায়তা করে আসছে। আপনিও এ কার্যক্রমের অংশীদার হতে পারেন।

লক্ষ্য

সুস্থ, শিক্ষিত এবং পরিবেশ বান্ধব সমাজ গড়ার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহন করা

উদ্দেশ্য

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা

বৈশিষ্ট্য

- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত আগ্রহী শিক্ষার্থীকে ৫ম শ্রেণী থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে যে শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য যে মাসে যত টাকা প্রয়োজন হবে, তা প্রতি মাসে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে প্রদান।

অগ্রাধিকার পাবে যারা

- দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী
- এতিম বা পিতৃহীন শিক্ষার্থী
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী
- সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী ও
- যৌনকর্মী পরিবারের শিক্ষার্থী

আবেদন করার নিয়ম

- শিক্ষা সহায়তা ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর থাকতে হবে
- পরিবার ও স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে

আবেদন বাছাই প্রক্রিয়া

- প্রতিটি শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র ও উল্লেখিত তথ্য সরেজমিনে যাচাই করা হয়
- স্বপ্নযাত্রার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর বাস্তবতা বিবেচনাপূর্বক প্রার্থী বাছাই চূড়ান্ত করা হয়

স্বপ্নযাত্রার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি

'স্বপ্নযাত্রা'র লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যেকে নিজেদের স্বপ্ন, চিন্তা, বাস্তবতা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে সুনিপুনভাবে 'স্বপ্নযাত্রা'র সফলতার জন্য একাত্ব হয়ে কাজ করেন। এখানে বয়স, শিক্ষা এবং জাত বা জাতিভূক্ত কোন বিষয় বাধাঁ সৃষ্টি করে না।

স্বপ্নযাত্রার অর্থ ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে প্রাপ্ত অনুদান এবং অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা রয়েছে। এর অর্থ ব্যবস্থাপনা তিনভাগে বিভক্ত যা একটি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত:

শিক্ষা সহায়তা খাত: শিক্ষা সহায়তা ফান্ড সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। কেবল মাত্র শিক্ষা সহায়তা বাবদ অনুদান গ্রহণ এবং ব্যয় নির্বাহে এই একাউন্টটি ব্যবহৃত হয়।

ঐচ্ছিক সহায়তা খাত: ঐচ্ছিক সহায়তা খাতে প্রাপ্ত অনুদান গ্রহণ ও ব্যয় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়। কোন ভাবেই এ খাতের প্রাপ্ত অনুদান অন্য কোন খাতে ব্যবহৃত হয় না।

প্রশাসনিক খাত: স্বপ্নযাত্রা কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় আম্বালা ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়।

শিক্ষা সহায়তার খাতসমূহ

ঐচ্ছিক সহায়তার খাতসমূহ

স্বপ্নযাত্রায় অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার উপায়

স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার মাধ্যমে

'স্বপ্নযাত্রা'র স্বপ্নচারিনীদের সাথে একাত্ব হয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে 'স্বপ্নযাত্রা'র কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেকোনো ধরনের কাজে সংযুক্ত হয়ে মানবতার সেবায় অংশগ্রহন করতে পারেন

এককালীন অর্থপ্রদানের মাধ্যমে

এককালীন যেকোনো পরিমান অর্থ 'স্বপ্নযাত্রা'র ওয়েবসাইটের ডোনেশন বাটনের মাধ্যমে, বিকাশ অথবা নগদ অ্যাপস এর ডোনেশন বাটনের মাধ্যমে, নগদ অর্থ বা চেকের মাধ্যমে 'স্বপ্নযাত্রা'র ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে পারেন

এডুকেশন সাপোর্ট ফোরাম এর সদস্য হওয়ার মাধ্যমে

'স্বপ্নযাত্রা'র এডুকেশন সাপোর্ট ফোরাম - এর সদস্য হয়ে 'স্বপ্নযাত্রা'র স্বপ্নসঙ্গীদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন। সদস্য তিন ধরনের -

নিয়মিত সদস্য: যেকোনো পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে প্রদান
আজীবন সদস্য: এককালীন নূন্যতম এক লক্ষ টাকা প্রদান
পৃষ্ঠপোষকতা: এককালীন নূন্যতম পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান

স্বপ্নযাত্রার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমগুলো

বিকাশ অথবা নগদ অ্যাপস এর ডোনেশন বাটনের মাধ্যমে

bKash

নগদ

নগদ অর্থ অথবা চেক এর মাধ্যমে

একাউন্টের নাম: স্বপ্নযাত্রা
একাউন্ট নম্বর: ০০৩৫১৩১০০০০০৭৬২
শাখা: শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ব্যাংক: সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
রাউটিং নম্বর: ২০৫২২৬৪৩০৪

সরাসরি স্বপ্নযাত্রার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে

www.shwapnojatra.org

Payment Channels

Accepted Cards

Mobile Banking

Internet Banking

E-Wallet

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০১

বাবার আশা, ভবিষ্যতের ভরসা

রিপনের স্বপ্ন বড় চাকরি করে পরিবারের দু:খ-দুর্দশা দূর করবে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার উত্তর শাহাপুর গ্রামের ছেলে রিপন। রিপনের বাবা দাউদকান্দি মেঘনা নদীর ঘাটে পাথর তোলার কাজ করে দিনে ২০০-২৫০ টাকা মজুরি পায়, যা দিয়ে ৪ ভাইবোনসহ বাবা-মায়ের সংসারের খাওয়ার খরচই চলে না, পড়াশোনার খরচ চালানোতো দূরের কথা। ২০১৫ সালে হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে বাণিজ্যিক বিভাগে জিপিএ ৫ পাওয়ার পর দরিদ্রতার কারনে রিপন নামের এই ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে শুনে তখনিই 'স্বপ্নযাত্রা'র উদ্যোক্তা জনাব আরিফ সিকদার সিদ্ধান্ত নেন ছেলেটার পাশে দাড়াঁবেন। উৎসাহ দেন ভালো কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এবং রিপন ঢাকা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। তখন থেকেই রিপনের পড়ার খরচ চালানোর দায়িত্ব 'স্বপ্নযাত্রা' নিয়েছে।

রিপনের মেধা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারনে পরবর্তীতে দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে। রিপন ম্যানেজমেন্টে অর্নাস পাশ করে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ১ম সেমিস্টারের ছাত্র। জীবন যদি তার নিয়মেই চলতো তাহলে প্রত্যন্ত গাঁয়ের এই মেধাবী রিপন উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পা রাখতে পারতো না। হয়তোবা তার পথচলা উত্তর শাহাপুর গ্রামের মেঠোপথ বা গ্রাম্য হাট-বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। বাবার মতো দিনমজুরিই হয়ে উঠতো তার অনিবার্য নিত্যকর্ম। অনুজ শিক্ষার্থীরা রিপনকে দেখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে, স্বপ্ন সফলের জন্য পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে। রিপন এখন পিতার ভবিষ্যৎ, স্নেহময় শিক্ষকের সফল ছাত্রের সেরা উদাহরণ।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০২

মিলার দাদা ভাইয়ের স্বপ্ন

দাদাভাই নাকি স্বপ্ন দেখতো আর প্রায়ই বাবাকে বলত 'তোর মেয়ে হলে তাকে ডাক্তার বানাবি। আমার সকল অসুখের চিকিৎসা ওকে দিয়েই করাবি। মানুষের কাছে অনেক বড় হয়ে থাকবে আমার নাতনি।' দাদাকে আমি দেখিনি। জন্মের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। দাদা ভাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের তাগিদেই মনে হয় বাবা আমাকে পড়ালেখার জন্য সায়েন্স গ্রুপে ভর্তি করিয়েছেন। বাবার কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে হাঁটিহাঁটি পা পা করে আমি যখন মেডিকেলে ভর্তি হই, তখন বারবার মনে হলো দাদার স্বপ্ন বুঝি সত্যি হতে চলেছে। আমার পড়ালেখার প্রতি প্রবল ইচ্ছা আর ঝোঁক দেখে আজ পরিবারের সকলেরই যেন বড় দাবি: আমি একজন সফল ডাক্তার হই। আমি বর্তমানে এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস চতুর্থ বর্ষের পড়ছি।

আমার বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় স্বল্প বেতনে কাজ করেন। বাবার উপার্জনের টাকায় সংসারের ভরণ-পোষণের পর অন্যদের পড়ালেখা খরচ জুগিয়ে আমার ডাক্তারি পড়াশুনার বিপুল অর্থ জোগান দেয়া ক্রমেই বোঝা হয়ে উঠছিল। বাবার মুখখানি আমাকে প্রায়শই চিন্তিত করতে শুরু করল। আমার সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যখন তাড়া করছিল আমার স্বপ্নপূরণের যাত্রাপথে, ঠিক তখনি কল্পলোকের এক অভিভাবকের মতো 'স্বপ্নযাত্রা' আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। ২০১৯ সালের মার্চ থেকে আমার পড়ালেখার সকল দায়দায়িত্ব 'স্বপ্নযাত্রা' নিয়ে নেয়। আজ আমি আনন্দে আত্মহারা। পরিবারের সকলের ইচ্ছে পূরণের সময় হয়তো এসে গেছে। স্বপ্নযাত্রা সৃষ্টি যিনি করেছেন, তাঁর কাছে আমি-আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৩

পুলিশ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন

স্বপ্ন তো সবাই দেখি কিন্তু পূরণ করতে ক'জন পারি। কারো কারো স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায় নিজের সামর্থ্যের অভাবে। অনেক মেধাবী ছাত্র ঝরে পড়ে কিংবা কেউ কেউ আবার চলে যায় বিপথে। এতে করে বিপন্ন হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। সেই মেধাবী তরুণদের স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে 'স্বপ্নযাত্রা'। গরিব মেধাবী ছাত্ররা যেন তাদের মেধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পাওে সেই অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে এই 'স্বপ্নযাত্রা'। অসহায় মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করছে স্বপ্নযাত্রা।

শরীফ সরদার পেশায় একজন রিকশাচালক। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে কাউসার সরদার মুন্সিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে মানবিক বিভাগে দশম শ্রেণিতে পড়ছে। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। আমরা অনেক সময় বলি গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, কাউসার অনেকটা তেমনি। অত্যন্ত মেধাবী এই কাউসার স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে সে একজন পুলিশ অফিসার হবে। দেশের জন্যে কাজ করতে চায় সে। আমরা আশা করি স্বপ্নযাত্রার সহযোগিতায় কাউসার তার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলবে।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৪

স্বপ্নযাত্রা এখন সুমির স্বপ্নসিঁড়ি

বড় হয়ে শিক্ষক হবে, শিক্ষার আলো ছড়াবে সবার মাঝে এমনই স্বপ্ন সুমি আক্তারের। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা যখন বলছিল, তা ক'বছর আগের কথা। বাবার সংসারে অভাব-অনটনে একবার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুমির। অতঃপর তার আগ্রহ আর পরিবারের ইচ্ছাশক্তির বলে আবার ফিরে আসে শিক্ষাজীবনে। সুমি আক্তার মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলায় বহমান ধলেশ্বরী শাখা নদীর পাড় ঘেঁষে জেগে ওঠা মোল্লারচর এলাকার বেদেপল্লির মেয়ে। বাবা সিরাজুল ইসলামের দ্বিতীয় কন্যা সুমি। বাবা নদী-খালে মাছ ধরে আর মা পাড়া-মহল্লায় ফেরি করে কাচের জিনিস বিক্রি করে। পরিবারে যা রোজগার হয় তা দিয়ে কোনভাবে সংসার চলে। পড়ালেখার জন্য শিক্ষা উপকরণের টাকা জোগাড় করা পরিবারের জন্যে ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রতিনিয়তই সন্ধ্যার আলো নিভে মাঝরাতের কালো অন্ধকারের মতন পরিবারের আর্থিক পিছুটান বারবার তাড়া করে চলে সুমির আলোকিত শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটাতে।

সুমির পরিবারের এই অক্ষমতার কথা শুনে 'স্বপ্নযাত্রা' ২০১৯ সালের মার্চ থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়। দায়িত্ব নেয় সুমির শিক্ষাজীবনের ব্যয় বহনের। 'স্বপ্নযাত্রা' চায় সুমির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ আর বাধাহীন শিক্ষাজীবনের সফলতা। সুমি বর্তমানে মুন্সিগঞ্জের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে এইচএসসি ১ম বর্ষে মানবিক বিভাগে অধ্যয়নরত আছে। সুমি একদিকে যেমন মেধাবী অন্যদিকে বেদেপল্লির শান্ত মেয়ে, সবার মুখে মুখে তার অনেক প্রশংসা। অদম্য ইচ্ছা আর মেধাশক্তিতে বলিয়ান হয়ে সুমি স্বপ্নসিঁড়ি বেয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৫

আইনজীবী হওয়াই প্রণয়ের অভিপ্রায়

"স্বপ্নযাত্রার জন্যই আমি পড়াশুনায় নতুন মাত্রা পেয়েছি। স্বপ্নের পথে হাঁটার নতুন পথ পেয়েছি, আমাকে আইনজীবী হতেই হবে, আর আইনজীবী হতে পারলে আমি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো যেমনটি স্বপ্নযাত্রা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে" - মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রনছ রুহিতপুর গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক পরেশ দাসের বড় ছেলে প্রণয় দাসের এর কথা। প্রণয় মুন্সিগঞ্জের ইদ্রিস আলী মাতব্বর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৫ম সেমিস্টারের ছাত্র। প্রণয়ের দরিদ্র পরিবারে অনেক সময় মা সবাইকে খাইয়ে হাঁড়ি মুছে আধপেট খায়। এমন অবস্থায় প্রণয়ের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া যেন দুঃস্বপ্নের মতো।

প্রণয়ের স্বপ্ন ছিল ভালোভাবে পড়াশুনা করে আইনজীবী হবে কিন্তু যেখানে ঠিকমতো খেতেই পায় না সেখানে এতদূর পড়াশুনা করে কিভাবে আইনজীবী হবে? তাই প্রণয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কোনোভাবে এসএসসি পাশ করে কোনো একটা কাজে লেগে যাবে, যাতে সংসারের সবাই খেতে পায় এবং ছোট ভাইবোনেরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তখনই 'স্বপ্নযাত্রা' প্রণয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এখন প্রণয়ের চোখে তার স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছে- 'স্বপ্নযাত্রা' সমাজের সুবিধাবচিত এইরকম প্রণয়ের মতো স্বপ্নজয়ী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন এক আলাদা উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক শিক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৬

স্বপ্ন দেখতে শেখায় স্বপ্নযাত্রা

প্রতিটি মানুষের ভিতরে সুপ্ত কিছু স্বপ্ন থাকে - লেখাপড়া করে জীবনে একদিন অনেক বড় হবে। ঠিক তেমনি করে পায়েলও স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে ও অনেক কিছু করবে। পায়েল রন্ছ-রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা দর্জির কাজ করেন এবং মা একজন গৃহিণী। দুই বোন, এক ভাই ও বাবা-মা মিলে পাঁচজনের সংসার। বাবার এই ক্ষুদ্র আয়েই চলছে তাদের লেখাপড়া। বড় বোন মুন্সীগঞ্জের স্বনামধন্য সরকারী এ ভি জে এম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেছেন। পায়েলের বাবা ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করাতে গিয়ে হিমশিম খেলেও বন্ধ করেননি তাদের লেখাপড়া। তিনি চান না তার মতো তার ছেলেমেয়েরাও দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট হোক। পায়েল স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে শিক্ষক হবে এবং সাধারণ মানুষের সেবা করবে। তার এই স্বপ্ন যেন অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় তাই সেই স্বপ্নকে সত্যি করার জন্যে মশাল হাতে এগিয়ে এসেছে 'স্বপ্নযাত্রা'।

'স্বপ্নযাত্রা' কাজ করে যাচ্ছে এক ঝুড়ি স্বপ্ন নিয়ে। গরিব, অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন তাদের স্বপ্ন থেকে ছিটকে না পড়ে সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। অভিভাবকের মতোই নিশ্চিত করছে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে লেখাপড়া। পায়েলের পাশে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাচ্ছে 'স্বপ্নযাত্রা'। 'স্বপ্নযাত্রা'ও স্বপ্ন দেখে পায়েল শিক্ষক হয়ে অসহায় মানুষের সেবা করবে এবং ভবিষ্যতে আলোর মশাল হয়ে দেশের উন্নয়ন করবে। আর নতুন প্রজন্মকে দেখাবে আলোর পথ।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৭

সফল মানুষের প্রতিকৃতি

সমৃদ্ধ গ্রাম বৈদ্যারগাঁওয়ের একটি বিদ্যাপীঠের নাম 'হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়'। শ্রদ্ধেয় হাজী কেরামত আলীর একজন উত্তরসূরির হাত দিয়েই শিক্ষা সহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ যাত্রার প্রথম ব্যাচের একজন সৌভাগ্যবান যাত্রী মেধাবী মুখ মোঃ নাদিম মাহমুদ। সে গজারিয়া সরকারী কলেজের মানবিক বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তাকে বলতে পারি, আগামীর সফল মানুষের এক প্রতিকৃতি। প্রয়াত কৃষক পিতা মোঃ আয়নাল হকের পুত্র মোঃ নাদিম মাহমুদ এখন একা নয়। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরম নির্ভরতার অভিভাবকতুল্য প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'।

যে বিদ্যাপীঠ মাধ্যমিক পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীকে ছায়া দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে এগিয়ে নিয়েছে, তারপরের স্তরের উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মেধাবী ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের পৃষ্টপোষকতা দিয়ে হাত ধরে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী পিতৃহীন নাদিম মাহমুদ অধ্যবসায়ী হয়ে প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ৩টি সনদ অর্জন করেছে সফলতার সঙ্গে। এজন্য সে প্রশংসার দাবিদার। অভিভাবকহীন কতো শিক্ষার্থীই তো ঝরে পড়ে স্কুল শুরুর প্রথম দিকেই। এ ক্ষেত্রে নাদিম অন্যদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ওর কঠিন পথচলার পেছনে নাদিমের মা এবং স্কুলের শিক্ষকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আশা নাদিম ভবিষ্যতে মেধাদীপ্ত প্রচেষ্টায় সুশিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে সফল মানুষে পরিণত হবে এবং পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৮

আলোর পথের উদ্যমী পথিক

টলটলে শীতল জলের নদী ফুলদী পাড়ের বিদ্যাপীঠ গজারিয়া সরকারী কলেজের মানবিক বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী ফাতেয়া আক্তার। ওদের গ্রামের নাম পানশালের চর। যেখানে দিনমজুর পিতার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, সেখানে মেধা বা প্রতিভার লালন কষ্টকর বৈকি! কিন্তু কষ্ট হলেও মেয়েকে শিক্ষাবিমুখ করাননি পিতা জাকির হোসেন আর মা তাজমহল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-গণের অনুপ্রেরণা ফাতেয়াকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। জীবনে একদিন সে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এমন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন সম্ভব করার জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সন্তানের আত্মবিশ্বাস পিতাকেও সাহসী করে তোলে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সব চাহিদা শতভাগ পূরণ না হলেও এগারোটি ক্লাস পার হয়েছে মেয়ের কৃতিত্বের সঙ্গেই। এ পর্যায়ে ফাতেয়ার স্বপ্ন পূরণে পরম অভিভাবকের মতো পিঠে ভরসার হাত রেখেছে শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। এখন ওর নিশ্চিন্তে পাঠে মন দেয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ! কেননা আর্থিক সঙ্কট আর থাকছে না। মেধা বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকতা অসচ্ছলতা। দরিদ্রতার কারণে আমাদের কত শত মেধাবী মুখ অঙ্কুরেই ঝরে পড়ে। এক সময় বাল্যবিয়ের শিকার হয়ে এদেরই তো দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অমোঘ নিয়তি মেনে নিতে হয়। আমরা প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করবো একজন সফল ফাতেয়া আক্তারের গর্বিত মুখ দেখার জন্য। আশা করি সে পিতামাতাকে ভুলিয়ে দেবে ছেলে আর মেয়ের অসাম্যের ভেদাভেদ।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ০৯

প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র

গজারিয়া উপজেলার বৈদ্যারগাঁও গ্রামের সোনারগাঁও সরকারি কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে এইচএসসি ১ম বর্ষে পড়াশুনা করছে মোঃ আবু ইউসুফ। পড়াশোনার প্রাথমিক স্তর সে পেরিয়ে এসেছে সফলতার সঙ্গেই। গ্রামের ছোটখাটো ব্যবসায়ী বাবা মোঃ আবু হানিফ তার প্রাথমিকের পড়াশোনার খরচ কোনভাবে পূরণ করতে পারলেও সন্তানের প্রতিষ্ঠা লাভের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অর্থের জোগান দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব। ঠিক এমন সময় 'স্বপ্নযাত্রা'র অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় মোঃ আবু ইউসুফ নির্বাচিত হয়েছে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য। এখন ওর আর কোনও পিছুটান থাকছে না, থাকছে না অর্থসঙ্কটের শক্ত বাধার প্রাচীর।

প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র এখন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠের মেধাবী মুখ! গ্রামের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে শক্ত মনোবলের, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়। ছোটবেলা থেকেই তাদের একা একা স্কুলে যেতে হয়। বাবা-মা'র শঙ্কাযুক্ত মানসিকতার বেড়াজালে ওরা আবদ্ধ থাকে না। ওদের রয়েছে খেলাধুলার জন্য বিস্তীর্ণ মাঠ। তাই ওরা বেড়ে ওঠে নির্মল হাওয়ার মুক্ত এক সবুজ শ্যামল পরিবেশে। যে কারণে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতি ওদের ছেলেবেলা থেকেই প্রবল হয়। ওরা ছোট বয়সেই অনেক ফসল, গাছ, মাছ ও পাখি চেনে। প্রয়োজনে দুই গ্রাম পেরিয়ে পরিবারের জন্য বাজার করে আনতে পারে। প্রকৃতির সেই পাঠশালা ছোটবেলা থেকেই গ্রামের শিক্ষার্থীদের একটি বড় পাঠ আত্মস্থ করিয়ে দেয়। তেমন পাঠ নিয়েই এখন বড় স্বপ্ন দেখে মেধাবী ছাত্র আবু ইউসুফ।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১০

শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন

অদম্যকে জয় করতে দায়িত্ব নিয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'। এ যাত্রার প্রথম ব্যাচের একজন মেধাবী ছাত্রী অন্তরা মণ্ডল প্রেমা। মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন সিরাজদিখান উপজেলার আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দশম শ্রেণির শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রেমা। সে সফলতার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সনদ অর্জন করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সনদ অর্জনের জন্য পড়াশোনা করছে।

চার কন্যা সন্তান নিয়ে কৃষক বাবা রঞ্জিত মণ্ডল যখন ছোট মেয়ের পড়াশোনার খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন ঠিক তখনই তার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সকল দায়িত্ব নিয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'। এই স্বপ্নযাত্রায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন প্রেমা। কত ফুল ফুটে, কত ফুল ঝরে যায় প্রাথমিক পর্যায়ে, কিন্তু বাবার সকল দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়ে ধরে রেখেছে তার পড়াশোনা। তার এই মনোবল অন্যদের জন্য অনুসরণীয় বলে মনে করি। বিজয়ের লক্ষ্যে তার এই সাফল্যে তার মায়ের অনন্য ভূমিকা, বাবার জীবন সংগ্রাম ও তার শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা নেহাত কম নয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা রাখি 'স্বপ্নযাত্রা'র সহায়তায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে এক আলোকিত জীবনের দিশারী হবে প্রেমা।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১১

লক্ষ্য যখন অনেক দূর

মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন সিরাজদিখান উপজেলার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে বড়। বাবা মোঃ সারজাহান রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সংসার এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচের যোগান দিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ তার একটি হাত ভেঙে গেলে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায় ফলে পরিবারটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুমাইয়ার পড়াশোনা পড়ে বিপর্যয়ের মুখে।

ঠিক এই সময় সুমাইয়ার পড়াশোনার দায়িত্ব নেয় অনেক কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। এই স্বপ্নযাত্রায় এখন শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সুমাইয়া। সুমাইয়া এখন পথচলায় পেয়েছে নতুন সাথী 'স্বপ্নযাত্রা', যা তার স্বপ্নপূরণে অনন্য ভূমিকা রাখছে। অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য যাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, সে কি জীবনযুদ্ধে হেরে যেতে পারে? আমাদের প্রত্যাশা, স্বপ্নযাত্রা'র সহায়তায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সুমাইয়া একদিন আলো ছড়াবে সমাজ বিনির্মাণে। আমরা তার সাফল্য কামনা করি।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১২

বিজয় অবিরাম বিশ্বাসে

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার জলসাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আপন ইসলাম রৌদ্র। বাবা মনির হোসেন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে কোনোরকমে ধরে রেখেছেন সংসারের হাল আর মা সংসারের খরচ বা পড়াশুনার খরচ কোনোটাই ঠিকমতো চালাতে পারছেন না। এই অভাব অনটনের মধ্যেও রৌদ্র প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে প্রাইমারী স্কুল সার্টিফিকেট এর একটি সনদ। দারিদ্য আর অভাব দমিয়ে রাখতে পারেনি তার পড়াশোনার প্রচেষ্টা।

রৌদ্র সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাবা-মায়ের দুখঃ ও দারিদ্য দূর করার স্বপ্ন দেখে। এই শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পেয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য রৌদ্রের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিহার্য। সেইসাথে রৌদ্রের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে 'স্বপ্নযাত্রা' পাশে থাকবে। 'স্বপ্নযাত্রা'র সহায়তায় রৌদ্র আলোকিত জীবন গড়ে তুলবে এবং সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আর এভাবেই দেশ এগিয়ে যাবে।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১৩

আত্মবিশ্বাসী নাইমার স্বপ্ন

ইউনির্ভাসিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় এর ফাইন আর্টস বিভাগের ১ম বর্ষের একজন মেধাবী ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস নাইমা। সে মোহাম্মদপুর এলাকার জহুরী মহল্লার বাবর রোডে বসবাস করে। তার বাবা নাজমুল আহসান খান স্বল্প বেতনে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার এই স্বল্প বেতন দিয়েই সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের সকল খরচ চলে। এত বড় সংসার চালাতে গিয়ে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর কথা, সেখানে বাবা তার শত কষ্টের মাঝেও পড়াশোনার খরচ বহন করে চলেছেন।

বিগত বছরগুলোতে নাইমার ভালো ফলাফল, শিক্ষকদের উৎসাহ, বাবা-মায়ের ঘামঝরা শ্রম ও তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে। কিন্তু অসহায় বাবার পক্ষে এখন আর পড়াশোনা করানোর যাবতীয় খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। সে সংসারের সকল খরচ বহন করতে গিয়ে মেয়ের পড়াশোনার যাবতীয় খরচ দিতে পারছে না। ঠিক যখনি নাইমার উচ্চ শিক্ষার আশার আলো নিভে যেতে শুরু করেছিল, তখনি আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নযাত্রা। মেধাবী ছাত্রী নাইমার আত্মবিশ্বাসের ভিত শক্ত করার পেছনে যেমন তার অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণু পিতার শ্রম রয়েছে, তেমনি রয়েছে একজন নীরব সহায়কের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা, স্বপ্নযাত্রা'র প্রধান উদ্যোক্তা জনাব আরিফ সিকদার। তিনি নাইমার স্কুলের সকল খরচ বহন করে তাকে মানসিক শক্তি জুগিয়ে আসছেন একজন পরম অভিভাবকের মতো।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১৪

মায়ের স্বপ্ন পূরণে সাজ্জাদ

গজারিয়া উপজেলার ভবের চর ইউনিয়নের বাসিন্দা মোঃ সাজ্জাদ। অবিশ্বাস্য হলেও নির্মম সত্য যে, সাজ্জাদের বাবা শাহআলম ছোটবেলাতেই সাজ্জাদ ও তার মাকে ফেলে রেখে চলে যায়। মা সুফিয়া বেগমই সাজ্জাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ থাকায় তার মা ছোট একটা চাকরি করে সংসার চালায়। দুবেলা দু'মুঠো খাবারের জোগাড় করতেই সুফিয়া বেগমের সমস্যা হয়ে যায়, তবুও তিনি এত কষ্টের মাঝেও একমাত্র সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ করেন নাই। ছোটবেলা থেকেই সফল হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পড়াশোনা করে আসছে সাজ্জাদ। কিন্তু অসহায় মায়ের পক্ষে এখন আর পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঠিক যখনি সাজ্জাদের উচ্চশিক্ষার আশার আলো নিভে যেতে শুরু করেছে, তখনি আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'। সাজ্জাদ ও মায়ের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করবে 'স্বপ্নযাত্রা'। এখন সাজ্জাদ সোনারগাঁও সরকারি কলেজে ডিগ্রী প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। এক্ষেত্রে অবশ্য স্কুলের শিক্ষকরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন। সাজ্জাদ এখন তার মায়ের একমাত্র আশা, শিক্ষকের সফল ছাত্রের অন্যতম উদাহরণ। আমরা সাজ্জাদের সফল কর্মময় জীবন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা।

স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নযাত্রা'র অংশীদার হবার গল্প- ১৫

হাতছানি দেয় আলোর বাতি

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার ধীপুর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার ফাযিল প্রথম বর্ষের ছাত্রী জিয়াসমিন আক্তার। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বাবা তারা মিয়া কৃষিকাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। জিয়াসমিন প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট - তিনটি সনদ অর্জন করেছে সাফল্যের সাথে। সে পড়াশোনা করে আলোকিত মানুষ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করতে চায়।

জিয়াসমিনের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষাসহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। সে এখন পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগাতে পেয়েছে অভিভাবকের মত সহযোগী, যা তার স্বপ্নপূরণে অনন্য ভূমিকা রাখবে। জীবনে সুশিক্ষা অর্জন করে আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজে আলোর বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'স্বপ্নযাত্রা' জিয়াসমিনের পাশে থাকবে।

সার্বিক সহযোগিতায়

ambala foundation

যোগাযোগ

বাড়ি-৬২, ব্লক-ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

info@shwapnojatra.org, shwapnojatra2019@gmail.com

+৮৮-০২-২২২২৪২৫৬১, +৮৮-০২-৪৮১১৩১৬০

www.shwapnojatra.org

www.facebook.com/shwapnojatra.org